দৈনিক খবর

তারিখ ... ২১/১১/৯১
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ৩

72

সন্ত্রাস নিরসনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার প্রয়োজন

[illegible] চৌধুরী

ঙ্গনে সন্ত্রাস নিয়ে অনেক ? হয়েছে ও হচ্ছে। গত ক্টোবর বিকেলে সংসদীয় ভাপতি জনাব মির্জা গোলাম সঙ্গে আমার দেখা হয়। নালেন যে, আমার ঐ দিন নিবন্ধটি পেয়ে খুব খুশী এবং আরো নির্দিষ্ট সুপারিশ বাধিত হবেন। আমার ২৩- তারিখের নিবন্ধের একটা কপি নিলেন। ঐ দিন সন্ধ্যার পরই কমিটির প্রথম বৈঠক ছিল। রা, ৪ঠা ও ৫ই নভেম্বর ডঃ সালেহ আহমদ সাহেবের ত্বে গঠিত বিশেষ কমিটির র্টের সারাংশ 'সংবাদে' প্রকাশিত হ। সরকারের পক্ষেও দ্রুত ক্ষপ নেয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। অবশ্য ছাত্রদের উত্তেজনা প্রশমিত নি। ছাত্রদল গালিব-লিটন হত্যার চারের দাবীতে প্রথমে ২৪ ঘন্টা ও ৭২ ঘন্টা সময়সীমার পর নকে নিজের হাতে তুলে নেয়ার ক দিয়েছে এবং ছাত্রলীগ মিজান ত্যার বিচারের দাবীতে সুগন্ধা অফিস রাও করার হুমকি দিয়েছে।

দিকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ সন্ত্রাস ও পাল্টা সন্ত্রাসের ত্তা উপলব্ধি করেছেন। মী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ত্রলীগকে তাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রতা বন্ধ রাখার অনুরোধ নিয়েছেন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক কে অনুরূপ পদক্ষেপ নেয়ার জন্য বান জানিয়েছেন। তাঁর এ পদক্ষেপ সর্বসাধারণের কাছে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে। তবে আওয়ামী লীগের এই নির্দেশ শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ রাখা ঠিক হয়নি। এর কয়েক দিনের মধ্যেই (৬- -৯১) দু'দল ছাত্রের মারামারিতে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ বন্ধ হয়ে গেল। ছাত্রদের সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধ রাখার ব্যাপারে সরকারী দলেরই অগ্রণী ভূমিকা নেয়ার কথা। কিন্তু বিএনপি এ যাবৎ তাদের অঙ্গ সংগঠনের ব্যাপারে নীরব। বিএনপি সরকারী দল হওয়াতে তারা বোধ হয় দলগতভাবে কোন এ্যাকশন নিচ্ছেন না।

সরকার অবশ্য এক বা একাধিক দ্বারা গঠিত হয়। তবে গঠিত র পর তার কার্যকলাপ দলীয় র উর্ধ্বে উঠে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। ২৯শে মার্চের বিচিত্রার প্রচ্ছদ শিরোনাম ছিল- প্রধানমন্ত্রীর উক্তি 'দুষ্কৃতকারী যে দলেরই হোক না কেন তাকে অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে।'

তাই দেখা যায় এখন ছাত্রদলের নেতাদেরও ধরপাকড় শুরু হয়ে গেছে। ৪-১১-৯১ তারিখে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মোশাররফ হোসেন হল থেকে অস্ত্রসহ ছাত্রদলের নেতা অর্থনীতি বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র আজম আলীকে গ্রেফতার করা হয়। এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় পুলিশ বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন, ১২ই নভেম্বর যাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা শুরু হতে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় সেই লক্ষ্যে পক্ষাপক্ষ বিচার না করে নির্ভয়ে এ্যাকশন নেয়া হোক।

সৌভাগ্যের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের জন্য যে বৈপ্লবিক সুপারিশ আমি দিয়েছিলাম (যেমন দেশে একটি উন্মুক্ত ও চারটি এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন) তা আংশিকভাবে হলেও ৪-১১-৯১ তারিখের মন্ত্রিসভার বৈঠকে সমর্থিত হয়েছে। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, একটি উন্মুক্ত ও একটি এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় এখনই সৃষ্টি করা হবে এবং এই দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিত্যক্ত ক্যাম্পাসে স্থাপিত হবে। অবশ্য দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় একই ক্যাম্পাসে স্থাপনের প্রয়োজন নেই, দু'টি ক্যাম্পাস পাওয়া কঠিন হবে না। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও যে শিক্ষাদান এবং এফিলিয়েটিং কাজ একত্রে করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে তাও মন্ত্রিপরিষদ হৃদয়ঙ্গম করেছে। এই দু'টি এলাকায়ও এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় আলাদা করে নেয়া দরকার। বিশেষ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা সত্যিই ভয়াবহ। সেখানে সিন্ডিকেট বৈঠক হতে পারে না, ডীন পদে নির্বাচন হতে দেয়া হয় না, অফিসে অফিসে তালা ঝুলে। উপাচার্যকে ঢাকা বা অন্যত্র যেতে দেয়া হয় না। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার ঢাকার চেয়ে আগে করা দরকার। সেখানকার এফিলিয়েটিং অংশকে এই মুহূর্তে অন্যত্র স্থাপন করে তার প্রশাসন চালু করতে হবে চট্টগ্রাম বিভাগের কলেজগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে। এতে ক্যাম্পাসে অচলাবস্থা নিরসনে দেরী হলেও ডিগ্রী লেভেলের শিক্ষা চালু রাখা যাবে এবং পরীক্ষা সময়মত নিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কেউ থাকবে না।

গত ১১-১১-৯১ তারিখের সংবাদ-এ প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সাহেবের প্রতিবেদনে দুটো ব্যাপারে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে- (১) বিশ্ববিদ্যালয়ে অছাত্রের মত বেশ কিছু অশিক্ষকও পাওয়া যাবে, যারা যোগ্যতা ছাড়াই শিক্ষক হয়েছেন, অথবা হীন স্বার্থের বশে চরিত্রের দুর্বলতাহেতু শিক্ষক হওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়েছেন। (২) প্রফেসর কাজী সালেহ আহমদের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির রিপোর্টে '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের ত্রুটি সম্পর্কে একটা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাওয়া গেল। সুতরাং অধ্যাদেশ সংশোধন বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। এই সংশোধনের মধ্যে উপাচার্য নিয়োগের ব্যাপারে শুধু নির্বাচন রহিত করার কথাই বলেননি বরং অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগের মতামত প্রকাশ করেছেন। তাতেই বুঝা যায় জাতি আজ কত গভীরভাবে বিষয়টি বিবেচনা করছে। অবশ্য বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন ভিন্নমত পোষণ করে। সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এনামুল হক খান তাঁদের ৯-১১-৯১ তারিখের সাংবাদিক সম্মেলনে যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে '৭৩ সালের অধ্যাদেশ প্রবর্তিত হয়নি সেখানে তা প্রবর্তনের দাবী জানিয়েছেন। তাই হুজুগে কোন কাজ করলে চলবে না, বিভিন্ন মতাবলম্বীর আশা-আকাংখার সমন্বয় সাধন করে নতুন অধ্যাদেশ তৈরী করতে হবে এবং এ অধ্যাদেশের খসড়া প্রস্তুত করবেন চ্যান্সেলরের উপদেষ্টাগণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহায়তায়।

পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে অনেকে অভিযোগ করেন। কিন্তু এটাতো আমরা জানি অতীতে শিক্ষাঙ্গনে পুলিশের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। আর বর্তমানে পুলিশ দিয়ে ছাত্র পিটানো কেউই পছন্দ করেন না। বিশিষ্ট কলামনিষ্ট মিঃ আবদুল খালিক লিখেছেন, 'সশস্ত্র পুলিশ নিমেষে সক্রিয় হয়ে এমন অঘটন ঘটাতে পারে যা আমাদের মোটেও কাম্য নয়।' আমি বলি গত ২৮শে অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সকাল ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে পুলিশ যদি কারফিউর নিয়ম সঠিক পালন করতো তাহলে অন্ততঃ দুই হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে হত্যা করতে হতো। তাই শিক্ষালয় পরিচালনায় পুলিশের কোন ভূমিকাই থাকবে না। ক্যাম্পাস প্রধানকে স্বীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নিরাপত্তা বাহিনীর সাহায্যে ক্যাম্পাসের প্রশাসন চালাতে সক্ষম হতে হবে। বেশ কিছুদিন যাবৎ পাবনার এডওয়ার্ড কলেজে সন্ত্রাস চলছিল। গত ১০-১১-৯১ বগুড়া আজিজুল হক কলেজসহ বেশ কয়েকটি কলেজে সংঘর্ষ হয়েছে। গত ১২-১১-৯১ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে দু'দল ছাত্রের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধে অনেক আহত হয়েছে। কেউ নিহত হয়েছে কিনা জানা যায়নি। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যদি সত্যি বিদ্যা শিক্ষার পীঠস্থান হিসেবে গড়ে তুলতে হয় তাহলে সুপারিশকৃত এই ভাঙ্গা-গড়ার কাজটা যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই মঙ্গল। শিক্ষা সংস্কারের কাজ শুরু করবেন স্বয়ং চ্যান্সেলর। তিনি অধ্যাদেশ তৈরীর নির্দেশ দিলে উপদেষ্টাগণ খসড়া তৈরী করে আইন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে গ্যাজেটে প্রকাশ করতে দুই সপ্তাহের বেশী সময় লাগবে না। আর সিদ্ধান্ত একবার নিলে তা দুই মাসের ভিতরেই বাস্তবায়িত করা সম্ভব।

তাই নির্দিষ্ট সুপারিশ নিম্নে দেয়া হল : ঢাকা বিভাগীয় কলেজগুলোতে বর্তমানে যে যে বিষয় যে যে স্তরে পড়ানো হয় তা অটুট রেখে ঢাকা এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ছেড়ে দিতে হবে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গাজীপুর জেলার বোর্ড বাজারে।' সেখানকার সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নেয়া হবে। তাতে অর্ধেকের সামান্য বেশী চলে যাবেন। বাকী আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য রেখে অতিরিক্ত ব্যক্তিবর্গ (Surplus staff) উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। শিক্ষকদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকই এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগবে। বাকী সব আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে একই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। তারও এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা বিভাগীয় এলাকার মাঝামাঝি অন্য জেলায় হলে ভাল হবে। এই দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাজন সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার পর রাজশাহী বা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ভাবা যাবে।

পরে জানা গিয়েছে যে, গত ১২ই নভেম্বর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দল ছাত্রের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধে কেউ নিহত হয়নি, তবে চতুষ্পার্শ্বের গ্রামবাসীগণ এতই বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়েছেন যে, তারা যে কোন সময় দল-মত নির্বিশেষে সকল ছাত্রকে মেরে বের করে দিয়ে ফার্মগুলো দখল করে নিতে পারে।

(লেখক একজন অবসরপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক।)